যুগান্তর

তারিখ ... 25 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

বিদেশে অবস্থানকারী ২৫ শিক্ষককে শোকজ করছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ শিক্ষককে দু'একদিনের মধ্যে শোকজ করছে কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে চারজনকে চাকরি পরিসমাপ্তির প্রক্রিয়া অবহিত এবং ২১ জনকে কাজে যোগদানের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হবে। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানান, ফাইল তৈরি হচ্ছে। দু'একদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের কাছে পত্র পাঠানো হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ২৫ শিক্ষককে নিয়ে গত ১৮ জুন যুগান্তরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে উপাচার্য ২৬ জুন সিনেটে তার অভিভাষণে ২৫ শিক্ষক বিদেশে অবৈধভাবে অবস্থান এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। জানা গেছে, উপাচার্য তখন সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি অবহিত করারও নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রশাসনিক ভবনের সংশ্লিষ্ট শাখা উপাচার্যের নির্দেশ পর্যন্ত ফাইলবন্দি করে রাখে। এ অবস্থায় গত রোববার উপাচার্য রেজিস্ট্রারকে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষকদের তালিকা হালনাগাদ করার পাশাপাশি আইনগত প্রক্রিয়া তৈরির নির্দেশ দেন। পরেরদিন উপাচার্যকে তথ্য দেয়ার কথা থাকলেও মঙ্গলবারও তা তৈরি হয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, প্রশাসনিক ভবনের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা শিক্ষকদের এসব তথ্য গোপন করে রাখেন। আর শিক্ষকরাও কর্মকর্তাদের খুশি রেখে নিজেদের নিরাপদ রাখেন। যে কারণে ছুটি শেষ হওয়ার পরও তারা বিদেশে অবস্থান করেন। নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ছুটি শেষে শিক্ষকদের নোটিশ দেয়ার জন্য বিষয়গুলো সিন্ডিকেটের নজরে

শোকজ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শোকজ : ২৫ শিক্ষককে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আনার কথা থাকলেও তা তারা করেন না। এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে সহকারী রেজিস্ট্রার আলী আহমদ সিকদারসহ কয়েকজন জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য আলী আহমদ সিকদার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি কোন সুবিধা নেন না।

গত শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় খ্যাতিমান শিল্পী ও চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক শামীম সিকদারকে দু'মাসের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তিনি কাজে যোগদান না করলে তার চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জানান, শিল্পী সিকদারকে এটা দ্বিতীয় দফা নোটিশ। এর আগে আরও এক দফা নোটিশ দেয়া হয়েছিল।

৪ জনের ফাইল স্ট্যান্ডিং কমিটিতে

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানকারী ২৫ শিক্ষকের মধ্যে চারজনের ফাইল স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। এরা হলেন— রসায়ন বিভাগের এক্রামুল নবী, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের আমিনুল ইসলাম মল্লিক, আইন বিভাগের শাকিলা ফাহমিদা রহমান ও আইবিএ'র তাসফিন আশরাফ-উল-হক।

এছাড়া ২১ জনকে দু'একদিনের মধ্যে শোকজ পাঠানো হচ্ছে। এরা হলেন— উইমেন স্টাডিজ বিভাগের সালমা আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনির হোসেন মনি, জাহিদ হাসান চৌধুরী, সমাজকল্যাণের রোকেয়া বেগম, পদার্থবিজ্ঞানের শেখ খায়রুল আলম, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের আবু জার কবির, ফলিত পদার্থ, ইলেকট্রনিকস ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাজ্জাদ হায়দার, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের উজমা সাঈদ, রসায়নের জসিম উদ্দিন, কাজী সায়মা সুলতানা, অর্থনীতির নাসিমা তনভীর চৌধুরী, রিফাত জামাল চৌধুরী, ইকবাল আহমেদ সৈয়দ, অ্যাকাউন্টিংয়ের আনিসুর রহমান, আইবিএ'র অভিজিৎ বড়ুয়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ড. আবুল কালাম, ভূগোল ও পরিবেশের মীর মোশাররফ আলী, ভূতত্ত্বের আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া এবং ফিন্যান্সের ওমর ফারুক।

জানা গেছে, ভূতত্ত্বের আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জাহিদ হাসান চৌধুরীর ব্যাপারে বিভাগ থেকে তথ্য আসছে না। বাকিদের অনেককেই একাধিকবার কাজে যোগদানের নোটিশ দেয়া হয়েছিল বলে নথি ঘেঁটে দেখা যায়।

এছাড়া আরও তিনজন মেয়াদোত্তীর্ণভাবে বিদেশে অবস্থান করছিলেন। এরা হলেন— আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের রোকসানা আহমেদ, অর্থনীতির মোঃ ইশতিয়াক ও শাহেদ আলম। সূত্র জানায়, প্রথম দু'জন সম্প্রতি ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করেছেন আর শাহেদ আলমের বর্ধিত ছুটি এরই মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে।